যায়যায়দিন

তারিখ 26 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কতদূর?

এম মামুন হোসেন

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সরকার আলাদা একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি সেই 'মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর'। আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন ঝুলে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনা ও তদারকির জন্য স্বতন্ত্র অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম। এতে বিপাকে পড়েছেন খোদ ১৮ হাজার মাদ্রাসার প্রায় সোয়া দুই লাখ শিক্ষক-কর্মচারী।

বিপাকে পড়েছেন ১৮ হাজার মাদ্রাসার প্রায় সোয়া দুই লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

সাধারণ ধারার শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), কারিগরি শিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত দেশে আলাদা কোনো অধিদপ্তর নেই। বর্তমানে মাউশির অধীনে মাদ্রাসা শাখা শিক্ষকদের বদলি, মাদ্রাসার এমপিও, শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও হয়ে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হলে মাউশির অধীনে আর মাদ্রাসা শাখা থাকবে না। অভিযোগ আছে, মাউশির সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শাখা হচ্ছে এই মাদ্রাসা শাখা। টাকা ছাড়া কোনো ফাইল এ টেবিল থেকে ও টেবিলে বদল হয় না। এ কারণে মাউশির কিছু কর্মকর্তা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তরের ঘোর বিরোধী। মোদ্দাকথা, এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার দৌরাত্ম্যে ঝুলে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে আলাদা অধিদপ্তর গঠনের পরিকল্পনা নেয় বর্তমান সরকার। এ লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জুনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর গঠনসহ মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে সুপারিশ করতে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে আহ্বায়ক করে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর গঠনে ১৫৪ জনের কাঠামোসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠায়। অর্থ মন্ত্রণালয় জনবল কমিয়ে ৮৭ জন রেখে প্রস্তাবনা গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়।

জানা গেছে, যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালক, দু'জন পরিচালকসহ মোট ৫০ জন কর্মকর্তা বাকি ৩৭ জনকে রাখা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী হিসেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনায় গাজীপুরে অবস্থিত মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পলাশীতে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে এ অধিদপ্তর স্থাপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পর্যায়ে মাদ্রাসা অধিদপ্তর : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

অধিদপ্তর : মাদ্রাসা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে প্রায় ১৮ হাজার। এর মধ্যে দাখিল ছয় হাজার ৭৭৯টি, আলিম এক হাজার ৪০১টি, ফাজিল ১০১৩টি, কামিল তিনটি সরকারিসহ এক হাজার ৮৯০টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী আছেন এক লাখ ৪৭ হাজার ২৫৩ জন। সবমিলিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা সোয়া দুই লাখ। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। কওমি মাদ্রাসা সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান সরকারের কাছে না থাকলেও জরিপের কাজ করছে মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ জরিপ শেষ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ যায়যায়দিনকে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার লক্ষ্যে একটি আলাদা অধিদপ্তর হচ্ছে। এটি এখন প্রক্রিয়াধীন। মূলত মাউশির কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য মাদ্রাসা অধিদপ্তর করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সুস্পষ্টভাবে আলাদা অধিদপ্তরের কথা বলা হয়েছে।